



274712 - ক্‌ষুধা ও পিপাসার কারণে রোযা ভঙ্‌গে ফলোর হুকুম

প্রশ্ন

আমি মাগরবিরে নামাযরে আগে ঘুমিয়ে পড়্‌ছেলাম। আর ইফতার করনি। ফজররে নামাযরে সময় আমি জগে উঠ্‌ছে। গত দিন থেকে আমি ক্‌ছিই খাইনি। তাই আমি রোযা ভঙ্‌গে ফলেছে। এটা ক্‌জায়যে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

সবার জানা য়ে, রোযা ইসলামরে একটা রুকন (স্তম্ভ)।

কোন মুসলমিরে জন্‌য ন্‌ছিক পিপাসা ও ক্‌ষুধার কারণে ক্‌থিবা সয়ে রোযা রাখতে পারবে না এ আশংকা থেকে এই ইবাদত পালনে অবহলো করা জায়যে নয়। বরং সয়ে ধৈর্য রাখবে, আল্লাহর সাহায্য চাইবে। ঠাণ্ডা নয়োর জন্‌য মাথায় পানি ঢালতে ও গড়্‌গড়া কুলকিরতে কোন অসুবিধা নই।

মুসলমিরে উপর ওয়াজবি রোযা অবস্থায় তার দিন শুরু করা। যদি এমনটা ঘট্‌য়ে য়ে, তনি রোযাটি পূরণ করতে পার্‌ছনে না; ন্‌জিরে উপর মৃত্যু বা রোগাক্রান্ত হওয়ার আশংকা কর্‌ছনে স্‌ক্‌্ষেত্রে তার জন্‌য রোযা ভঙ্‌গা জায়যে। ন্‌ছিক ধারণা থেকে রোযা ভঙ্‌গবনে না। বরং তনি ক্‌ষ্টরে শকির হওয়ার পরে রোযা ভঙ্‌গবনে।

ইবনুল কুদামা বলেন:

"সঠিক মতানুযায়ী: ক্‌টে যদি তীব্র পিপাসা ও তীব্র ক্‌ষুধায় মৃত্যুর আশংকা করনে তাহলে সয়ে ব্যক্তি রোযা ভঙ্‌গে ফলেতে পারনে।"

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) আল-কাফী গ্রন্থরে উপর টীকা সংযোগ করতে গিয়ে বলেন:

"যদি ক্‌টে পিপাসার ভয় করয়ে।" ক্‌ন্তু এখানে ন্‌ছিক পিপাসাটা উদ্দেশ্য নয়। বরং য়ে পিপাসার কারণে মৃত্যুর আশংকা হয় ক্‌থিবা শারীরিক ক্‌ষতির আশংকা হয়। [তালীকাত ইবনু উছাইমীন আলাল ক্‌বায়ী (৩/১২৪)]

ইমাম নববী (রহঃ) "আল-মাজমু" গ্রন্থে (৬/২৫৮) বলেন: "আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণ ও অন্যান্য আলমেগণ বলেন: য়ে ব্যক্তি ক্‌ষুধা ও পিপাসার শকির হয়ে মৃত্যুর আশংকা কর্‌ছে তার উপর রোযা ভঙ্‌গে ফলো অনবির্‌য; এমনকি সয়ে যদি সুস্থ-



সবল ও গৃহবাসী (মুকীম) মানুষ হয়ত তদুপর। যহেতে আল্লাহ তাআলার বাণী হচ্ছ- "আর নিজেরো খুনোখুনি করো না।
নশিচয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াবান"।[সূরা নসিা, ৪:২৯] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "নজিদেরেকে ধ্বংসেরে দকি
ঠলে দিও না।"[সূরা বাক্বারা, ২:১৯৫] তবে, অসুস্থ ব্যক্তির মত এ ব্যক্তির উপরও কাযা পালন করা আবশ্যক হবে।
আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[সমাপ্ত]

অতএব, আপনার উপর ওয়াজবি হল: এই দিনেরে রোযাটি কাযা পালন করা। আর আপনি যদি রোযা ভাঙার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া
করে থাকেন এবং কষ্ট হওয়ার আগে রোযা ভেঙে ফেলেন; য়ে কষ্ট রোযা ভাঙাকে বধৈতা দিয়ে; সক্ষেত্রে আপনার উপর
আবশ্যক হল: কৃত কর্মেরে জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং এমন কর্ম দ্বিতীয়বার আর না করা।

আরও জানতে দেখুন: [65803](#) নং ও [37943](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।